International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
Volume-III, Issue-III, April 2017, Page No. 10-17
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

ত্রিপুরার ‘কিশোর সাহিত্য সমাজ’ ও ‘রবি’ পত্রিকা : একটি অনুসন্ধান

ড. রিন্টু দাস
Asst. Professor & Coordinator of the Dept. of Bengali, Tripura University, Tripura, India

The kingdom of Tripura did not get that much importance which Cooch Behar and Arakan got in the history of Bengali Literature. Although there was no such poet like Daulat Kazi, Alawal or Ramsaraswati in Tripura. And neither there was any regular practice of the Ramayana and the Mahabharata like Cooch Behar kingdom had. ‘Tipra’ and ‘murung’, being the mothertongue of the people of Tripura, Bengali language was accepted as the Royal language of Tripura. There was no centre for practicing literature in Tripura other than the Royal House. Apart from that, the relation between Rabindranath Tagore and the Royal family gave more significance to the culture and literature of Tripura. The kings of Tripura used to practice literature. They tried to develop the art and culture of the state. The support and inspiration of them gave birth to ‘Kishor Sahitya Samaj’. After that, the tri-monthly ‘Rabi’ periodical was published from the ‘Kishor Sahitya Samaj’ on that certain period. The ‘Kishor Sahitya Samaj’ and the ‘Rabi’ played the most significant role for Bengali culture and literature. Rabindranath Tagore and many other famous Writer were accompanied with the ‘Kishor Sahitya Samaj’ and the ‘Rabi’. The introduction and findings of the ‘Kishor Sahitya Samaj’ and the ‘Rabi’ are on main focus of this research paper.

Key words: Royal Family of Tripura, Rabindranath, ‘Kishor Sahity Samaj’, ‘Rabi’ Periodical, Introduction and Findings.

শুরুরও একটা শুরু থাকে। প্রদীপ জ্বালানোর আগেও একটা কাজ থাকে—সলতে পাকানো। এই সলতে পাকানোর কাজটা শুরু হয়েছিল সেদিনই, যেদিন রবীন্দ্রনাথ রাধাকিশোর মাণিক্যের আমন্ত্রণে ত্রিপুরায় এলেন। সালটা ১৩১২ বঙ্গাব্দ। রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরা সাহিত্য সম্মিলনী সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভার উদ্বোধনে রবীন্দ্রনাথ ‘দেশীয় রাজ্য’ প্রবন্ধটি পাঠ করেন। সেদিন থেকেই ত্রিপুরায় একটি স্থায়ী সাহিত্য প্রতিষ্ঠান গড়ার চেষ্টা চলতে থাকে। পরবর্তীকালে মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের অনুপ্রেরণায় ত্রিপুরায় ‘কিশোর সাহিত্য সামাজ’ প্রতিষ্ঠিত হয়। ‘রবীন্দ্র জীবনী’তে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে,

> *“রবীন্দ্রনাথ বহুকাল হইতেই স্থানিক সাহিত্য-পরিষদ স্থাপনের কথা সুপারিশ করিয়া আসিতেছিলেন, এখন পর্যন্ত তাহা কোথাও কার্যে পরিণত হয় নাই; ত্রিপুরাই অগ্রসর হইয়া এই কার্যে নামিল ও রবীন্দ্রনাথকেই উহার আদর্শ পুরোহিত-জ্ঞানে সভা অলংকৃত করিবার জন্যে আহ্বান করিল। কবি আগরতলায় উপস্থিত হইলে মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য ত্রিপুরা সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতিরূপে কবিকে বরণ করিলেন (১৭ই আষাঢ় ১৩১২)।” (রবীন্দ্র জীবনী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠাঃ ১৫৯)*

ত্রিপুরা থেকে সেই সময় 'বঙ্গভাষা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হতো। এর প্রথম প্রকাশ ছিল ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দ। সম্পাদক ছিলেন সুরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা। এছাড়া 'অরুণ' ও 'ধূমকেতু' নামে দুটি সাপ্তাহিকও ছিল। 'অরুণ'-এর সম্পাদক ছিলেন চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ এবং 'ধুমকেতু'র সম্পাদক ছিলেন মহেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা। এর পরবর্তীকালে বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যের সময় 'কিশোর সাহিত্য সমাজ' নামে একটি সাহিত্যসভা স্থাপিত হয়। এই কিশোর সাহিত্য সমাজ থেকেই 'রবি' নামে ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

১৩৩২ ত্রিপুরাব্দের (১৩২৯বঙ্গাব্দ) ২রা মাঘ মহারাজ কুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মা ত্রিপুর সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য এক আহ্বান পত্রের মাধ্যমে সমস্ত সাহিত্যানুরাগী মানুষদের একত্রিত করেন। সেই আহ্বান-পত্রে ছিল—

> *"ত্রিপুরা রাজ্যে সাহিত্য আলোচনার কোন স্থায়ী সভা সমিতি নাই। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। বর্তমানে এই অভাব দূরীকরণার্থে একটি আলোচনা সভার প্রতিষ্ঠাকল্পে আগামীকাল ৩রা, মাঘ বুধবার, অপরাহ্ণ বেলা ২টার সময় স্থানীয় উমাকান্ত একাডেমীর হলে একটি সভা হইবে। এই সভায় সাহিত্য অনুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই উপস্থিত প্রার্থণায়। অতএব মহাশয় উক্ত সভায় যোগদান করিলে সুখী হইব। ইতি ২রা, মাঘ ১৩৩২ ত্রিপুরাব্দ।নিং-ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মা।"*

প্রস্তাবিত ৩রা মাঘ তারিখে সভা শুরু হওয়ার আগে কালাচাঁদ দেববর্মা উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন। এরপর কর্নেল মহিম ঠাকুর সভার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। ত্রিপুরা রাজ্যে বাংলা ভাষার ঐতিহ্য, সম্মান এবং রাজপরিবারবর্গের সাহিত্য আলোচনার কৃতিত্বের কথা তুলে ধরেন তিনি। পাশাপাশি মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের আন্তরিক সাহিত্য সাধনা এবং রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র বসু প্রমুখের চিন্তাভাবনা ও মতামত উদ্ধৃত করেন। উক্ত সভায় তিনটি প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।

প্রথম প্রস্তাব- *"এই সভার নামকরণে আমাদের বর্তমানের মহারাজা শ্রীশ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের নাম যুক্ত হইয়া 'বীরেন্দ্রকিশোর সাহিত্য সমাজ' নামে অভিহিত হউক।"*

দ্বিতীয় প্রস্তাব ছিল, সভার নিয়মাবলী প্রস্তুত করা। আর তৃতীয় প্রস্তাব ছিল, একটি মাসিক পত্র প্রকাশ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা।এই সভায় মহারাজ কুমার নরেন্দ্রকিশোর দেববর্মাকে 'বীরেন্দ্রকিশোর সাহিত্য সমাজ'-এর সভাপতি নির্বাচিত করা হয়।

'বীরেন্দ্রকিশোর সাহিত্য সমাজ'-এর প্রথম অধিবেশনের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছিল—

"*আগামীকল্য ১৬ই ফাল্গুন (১৩৩২ ত্রিপুরাব্দে) অপরাহ্নে উপরোক্ত সাহিত্য সমাজের প্রথম মাসিক অধিবেশন হইবে।*" এই বিজ্ঞপ্তি অনুসারে উমাকান্ত একাডেমি হলে অধিবেশন হয়। সেই সভায় মাসিক পত্রিকার প্রচার সম্পর্কে খরচের একটি হিসাব উপস্থিত করা হয়েছিল। খরচের পরিমান নির্ধারিত হয়েছিল আড়াইশ টাকা। উক্ত অধিবেশনের কিছু বিবরণ তুলে ধরা যেতে পারে,

> "*সাহিত্য সমাজের আনুষ্ঠানিক ব্যয় নির্বাহার্থ প্রত্যেক সাধারণ সদস্যের মাসিক চারি আনা চাঁদা ও বিনামূল্যে কল্পিত মাসিক পত্রিকা পাইবার বিষয় প্রস্তাবিত হইলে দেওয়ান অসিত চৌধুরী প্রমুখ অনেকেই 'ইহা অত্যন্ত কর্ম' বলে মত প্রকাশ করেন। মহারাজ কুমার ব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্মণ, শ্রী কমলাপ্রসাদ দত্ত প্রভৃতি মহোদয়গণ মাসিক আট আনা ও অর্ধমূল্যে পত্রিকা প্রদান করিবার প্রস্তাব করিলেন।*"

প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরামর্শ মেনে শেষপর্যন্ত সভাপতি মহাশয় সদস্যদের আট আনা চাঁদা বহাল রাখলেও বিনামূল্যে কল্পিত মাসিক পত্রিকা প্রাপ্তির বিষয়টি প্রস্তাব করেন এবং সভাকর্তৃক অনুমোদিত হয়।

বীরেন্দ্র কিশোর সাহিত্য সমাজ'-এর তৃতীয় অধিবেশনের বিবরণ থেকে জানা যায়, মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের ইচ্ছে অনুসারে সমাজ'-এর নাম কিছুটা পরিবর্তন করে বীরেন্দ্র'কথাটি বাদ দিয়ে শুধু কিশোর সাহিত্য সমাজ'নামটি গৃহীত হয়।

কিশোর সাহিত্য সমাজ'-এর কার্যনির্বাহক সমিতির মূল কমিটিতে ছিলেন-

সভাপতি: মহারাজকুমার নরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা
সহ-সভাপতি: মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্মা ও অধ্যাপক শীতলচন্দ্র চক্রবর্তী বিদ্যানিধি

সম্পাদক: সত্যরঞ্জন বসু
সহ-সম্পাদক: পণ্ডিত গঙ্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্য
নির্বাচিত সদস্য: (১) কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত বিদ্যাভূষণ
(২) ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত
(৩) বিনোদলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, এম.এ,বি.এল.
(৪) যোগেশ চন্দ্র দত্ত, বি.এ

মূল কমিটি ছাড়া কার্যনির্বাহক সমিতির সাধারণ সদস্যরা ছিলেন-
(১) ব্রজকৃষ্ণ দেববর্মা, (২) ভূপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়,বি.এল, (৩) দেওয়ান অসিতচন্দ্র চৌধুরী, (৪) কমলা প্রসাদ দত্ত, এম.এ, বি.এল, (৫) রামকমল চক্রবর্তী, (৬) প্রমদারঞ্জন ভট্টাচার্য, (৭) মণিময় মজুমদার, (৮) ডাঃ অমরচন্দ্র মিত্র, (৯) চারু চন্দ্র রায়, (১০) যোগেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী, (১১) ফনিচন্দ্র ভূষণ সিংহ, (১২) অমিয় কুমার গুপ্ত, (১৩) রাধাকৃষ্ণ দাস, (১৪) গোষ্ঠবিহারী দাস, (১৫) প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (১৬) হরিদাস ভট্টাচার্য, (১৭) রমানাথ চক্রবর্তী, (১৮) ঠাকুর বিপিনচন্দ্র দেববর্মা (১৯) ঠাকুর যোগীন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা, (২০) শরৎ চন্দ্র দে, (২১) নগেশ চন্দ্র কর, (২২) মথুরানাথ দাশ, (২৩) কালাচাঁদ দেববর্মা, (২৪) রোহিনীকুমার চৌধুরী, (২৫) প্রফুল্লকুমার ভট্টাচার্য, (২৬) প্রভাত চন্দ্র লস্কর, (২৭) প্রফুল্ল চন্দ্র সেন, (২৮) শিবশঙ্কর দেববর্মা, (২৯) মুন্সী আব্দুল আজীজ, (৩০) শ্রীকাচন্দ্র দাস, (৩১) প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী, (৩২) মাখনলাল জুরিয়া, (৩৩) মহারাজ কুমার রনবীরকিশোর দেববর্মা, (৩৪) নরসিংহ চন্দ্র দেববর্মা, (৩৫) প্রমোদ চন্দ্র দেববর্মা, (৩৬) দেওয়ান বিজয় চন্দ্র সেন, (৩৭) রমেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য।

১৩৩২ বঙ্গাব্দের ১০ই ফাল্গুন ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মার আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ শেষবার আগরতলায় আসেন। 'কিশোর সাহিত্য সমাজে'র পক্ষ থেকে তাঁকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। দীনেশ চন্দ্র চৌধুরী রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ্য করে একটি 'আগমন গীতি' লিখেছিলেন। আগমন গীতিটি এইরূপ,

কোন পাখিটি এলো ফিরে
(আজ) বসন্তকালে।
আজও সে তার সুরের খেয়াল
খেলে হৃদয় তালে।
আজ যে তাহার কণ্ঠ শুনে
পুলক জাগে মনের কোণে
কোন অতিথি এলো জানি
কাহার পুণ্য ফলে।
কি দিয়ে আজ করবো পূজা ?
(হবে) গঙ্গা পূজা-গঙ্গা জলে। ('রবি' ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা)

'কিশোর সাহিত্য সমাজ' আয়োজিত এই সভায় ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মা সভাপতি হিসেবে ভাষণ দেন। সেই ভাষণে তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা বলে রবীন্দ্রনাথের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে শেষে সভার উদ্দ্যেশে বলেন,

> *"আজ আপনারা সেই রবীন্দ্রনাথকেই সম্বর্ধনা করিতে সমবেত; আর সেই সভার নেতৃত্ব করিবার ভার আমার প্রতি অর্পিত হইয়াছে। আমি এ বিষয়ে মূক। কারণ আমি এমন কোনো ভাষা পাইনা, যে আপনাদিগকে আমার অন্তরের আনন্দকে প্রকাশ করিতে পারি। কবিবরের আশীর্বাদ আকাঙ্ক্ষা করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি। তিনি আমাদের এই 'কিশোর সাহিত্য সমাজ'কে আশীর্বাদ করুন এই কামনা।" ('রবি' ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা)*

'কিশোর সাহিত্য সমাজে'র পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথকে যে অভিনন্দনপত্র দেওয়া হয়েছিল তার শুরুতে রবীন্দ্রনাথকে সম্বোধন করা হয়েছিল এইভাবে,

> *"কবি সম্রাট-*
> *শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের*
> *শ্রী শ্রী করকমলে।*
>
> *দেব,*
> *তুমি বাংলার কবি-ভারতের কবি-বিশ্ব কবি। তোমায় নমস্কার।" ('রবি' ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা ১৩৩৫ ত্রিপুরাব্দ)*

'কিশোর সাহিত্য সমাজ'-এর সহ-সভাপতি শীতল চন্দ্র চক্রবর্তী 'রবীন্দ্র প্রশস্তি' পাঠ করেছিলেন। সেই প্রশস্তির সূচনায় রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে বলা হয়েছিল- "বিশ্বব্যাপী যশঃ কিরণ কিরীটিন" (রবি, ২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৩৫ ত্রিপুরাব্দ)

'কিশোর সাহিত্য সমাজে'র অভিনন্দনের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ যে বক্তব্য রেখেছিলেন তা 'কবি সম্রাটের বাণী' নামে 'রবি' পত্রিকার ২য় বর্ষের ৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। বাল্যকালে কবিতা রচনার সূচনালগ্ন থেকে ত্রিপুরার সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথা তুলে ধরেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর বক্তব্যে। কবি হিসেবে তাঁর পরিচিতি যখন শুধুমাত্র আত্মীয়-পরিজনদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তখন ত্রিপুরার রাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর রাধারমন ঘোষকে দূত হিসেবে পাঠিয়েছিলেন তাঁকে কবি হিসেবে অভিনন্দিত করার ইচ্ছা জানাতে। এরপর 'রাজর্ষি' লেখার সময় 'রাজমালা' থেকে তথ্য পাঠানো, কার্সিয়াং যাত্রায় সঙ্গী হওয়া প্রভৃতি নানা প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। বীরচন্দ্রের মৃত্যুর পর রাধাকিশোর মাণিক্যের সঙ্গেও তাঁর সুসম্পর্ক বজায় ছিল। বালক ব্রজেন্দ্রকিশোরের সঙ্গে তাঁর পত্র বিনিময় হতো। বাংলা ভাষা ত্রিপুরায় শুধু মাতৃভাষা নয় রাজ-ভাষার সম্মান পেয়েছে। এই ভাষা ও সাহিত্যের সূত্র ধরে রাজপরিবারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক যে আরো দৃঢ়তর হয়েছে সে কথাও উল্লেখ করেন রবীন্দ্রনাথ। বক্তব্যের শেষে 'কিশোর সাহিত্য সমাজ' ও ত্রিপুরার জনসাধারণের উদ্দেশে তিনি বলেন,

> *"আমি যশোভাগ্যবান কবির মত এখানে মান নিতে আসিনি, আমি স্বর্গগতঃ মহারাজাদের বন্ধুরূপে যেমন আমার তরুণ বয়সে এখানে প্রীতি ও শ্রদ্ধা লাভ করেছি, আজ আমার শেষ বয়সেও সেই আত্মীয়তার শেষ রসটুকু ভোগ করে বলে যেতে এসেছি- সর্বস্তরতু দুর্গানি সর্বোভদ্রানি পশ্যতু।" ('রবি' ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা ১৩৩৫ ত্রিপুরাব্দ)*

এই 'কিশোর সাহিত্য সমাজ'-এর সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মুখপত্র ছিল ত্রৈমাসিক 'রবি' পত্রিকা। 'রবি' পত্রিকার নামকরণ নিয়ে 'কিশোর সাহিত্য সমাজ'-এর সভায় সদস্যদের মতামত নেওয়া হয়েছিল। অধিক সংখ্যক সদস্যের মতকে প্রাধান্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত পত্রিকার নাম স্থির করা হয়। 'নন্দিনী' পত্রিকার ৩য় বর্ষের ২য় সংখ্যায়

এই নামকরণ সংক্রান্ত যে বিস্তারিত তথ্য আছে তা তুলে ধরা যেতে পারে, যে সদস্যরা তাঁদের নামের পাশে পত্রিকার নাম প্রস্তাব করেছেন তাঁরা হলেন—

- মহারাজ কুমার নরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা— রবি, বিভূতি
- মথুরানাথ দাস— যযাতি, ত্রিপুর
- ভূপাল চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়— ত্রিপুর
- বিনোদলাল বন্দ্যোপাধ্যায়— সবিতা
- যোগেশ চন্দ্র দত্ত— ত্রিপুরা সুন্দরী
- শরৎচন্দ্র ঘোষ— ত্রিপুরা দর্পণ
- রাধাকৃষ্ণ দাস— চন্দ্র
- কমিটির দ্বারা প্রস্তাবিত— কিশোর সাহিত্য সমাজ, বঙ্গভাষা (নব পর্যায়)

উল্লিখিত ১১টি প্রস্তাবিত নাম থেকে পত্রিকার নাম কী রাখা হবে তা নির্ধারণ সভাপতির নির্দেশে উপস্থিত সদস্যদের মতামত গ্রহণ করা হয়। ‘রবি’ নামকরণের সমর্থক সদস্যরা ছিলেন—

- মহারাজ কুমার নরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা (প্রস্তাবক)
- মহারাজ কুমার নবদ্বীপ চন্দ্র দেববর্মা
- মহারাজ কুমার ব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্মা
- মহারাজ কুমার রণবীর কিশোর দেববর্মা
- মহারাজ কুমার যতীন্দ্র মোহন দেববর্মা
- মহারাজ কুমার নরসিংহ চন্দ্র দেববর্মা
- অমিয় কুমার গুপ্ত
- রায় বাহাদুর জ্যোতিষ চন্দ্র সেন
- সতীশ চন্দ্র চক্রবর্তী
- রাধাকৃষ্ণ দাস
- হীরালাল বন্দ্যোপাধ্যায়
- মণিময় মজুমদার
- যোগেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী

‘ত্রিপুর’ নামকরণের সমর্থক সদস্য—

- ভূপাল চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (প্রস্তাবক)
- ঠাকুর প্রতাপ চন্দ্র রায়
- ব্রজকৃষ্ণ দেববর্মা

বাকি প্রস্তাবিত নামগুলি প্রস্তাবক ছাড়া কোন সদস্য সমর্থন জানায়নি। কাজেই অধিকাংশ সদস্যের মত অনুসারে ‘রবি’ নামই সভায় গৃহীত হয়। আশ্চর্যের বিষয় প্রস্তাবিত নামে ‘ত্রিপুর’ বা ‘ত্রিপুরা’ একাধিকবার থাকা সত্ত্বেও প্রায় একতরফা ভাবে ‘রবি’ নামটি সমর্থন করা হয়। এই নামকরণের সময় রবীন্দ্রনাথের নামটি যে প্রস্তাবক ও সমর্থকদের মাথায় ছিল তা বলাই বাহুল্য।

'রবি' পত্রিকার সম্পাদকের নাম স্থির করার জন্য প্রস্তাব করেন প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সভাপতি ও অধিকাংশ সদস্যের ইচ্ছানুসারে পত্রিকার সম্পাদক নির্বাচিত হন মহারাজ কুমার নরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা ও পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত বিদ্যাভূষণ। তবে 'রবি' পত্রিকার প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষ পর্যন্ত এই দুজন সম্পাদক ছিলেন। তৃতীয় বর্ষ থেকে ষষ্ঠ বর্ষ পর্যন্ত 'রবি'-র সম্পাদক হিসেবে মহারাজ কুমার নরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা একাই দায়িত্ব পালন করেছেন।

'রবি' পত্রিকার কিছু নির্দিষ্ট নিয়মাবলী ছিল। সেগুলো উল্লেখ করা হলো—

- ত্রৈমাসিক পত্রিকা। আষাঢ়, আশ্বিন, পৌষ ও চৈত্র এই চারটি সংখ্যা বছরে প্রকাশিত হতো।
- 'রবি'-র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ছিলো দুই টাকা ছয় আনা, প্রতি সংখ্যা নয় আনা। নমুনারও একই মূল্য। ভি. পি. খরচ স্বতন্ত্র। এক সংখ্যার মূল্য অগ্রিম না পেলে নমুনা পাঠানো হতো না। বছরের যে কোনো সময়ে গ্রাহক হওয়া যেতো। প্রথম সংখ্যা থেকে কাগজ দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল।
- পত্রিকা না পেলে গ্রাহককে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ করে অপ্রাপ্তি সংবাদ জানাতে হতো।
- উপযুক্ত সময়ে গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের সংবাদ না জানালে পত্রিকা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিঘ্ন ঘটার দায় কর্তৃপক্ষের ছিল না।
- ডাক টিকিট না পাঠালে কোনো বিষয়ের উত্তর দেওয়া হতো না।
- অমনোনীত প্রবন্ধ, ডাকটিকিট দেওয়া থাকলে ফেরত দেওয়া হতো। কিন্তু তা না পৌঁছনোর দায় কর্তৃপক্ষের ছিল না। নবীন লেখকদের লেখা যথাসম্ভব প্রকাশের চেষ্টা করা হতো।
- 'রবি'-র বিজ্ঞাপনের হার ছিল—
  সাধারণ এক পৃষ্ঠা— ৬ টাকা প্রতি সংখ্যা। সাধারণ অর্ধেক পৃষ্ঠা— ৪ টাকা। সাধারণ এক চতুর্থাংশ পৃষ্ঠা— ২ টাকা ৮ আনা প্রতি সংখ্যা। লিখিত বিষয়ের পূর্ব ও পরবর্তী
  পৃষ্ঠা— ৮ টাকা প্রতি পৃষ্ঠা। সূচির নিচে অর্ধেক পৃষ্ঠা— ৪ টাকা ৮ আনা। মলাটের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পৃষ্ঠার বিশেষ হার সম্বন্ধে কার্যাধ্যক্ষের কাছে লিখিত জানাতে হতো।

'রবি' পত্রিকার কার্যাধ্যক্ষ ছিলেন সত্যরঞ্জন বসু। এর প্রচ্ছদ রচনা করেছিলেন প্রখ্যাত শিল্পী ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা। প্রথম প্রচ্ছদটি ধারাবাহিকভাবে বেশ কিছু সংখ্যায় অপরিবর্তিত ছিল। পত্রিকার শুরুতেই লেখা থাকতো "আনন্দরূপামৃতং যদ্বিভাতি"। 'রবি'-র প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় আষাঢ়, ১৩৩৪ ত্রিপুরাব্দে, ইংরেজি ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে। এই প্রথম সংখ্যার সূচনাতে সম্পাদক নরেন্দ্র কিশোর দেববর্মার 'রবি-মঙ্গল' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথের স্তুতি ও 'রবি' পত্রিকার স্তুতি সমার্থক হয়ে ধরা দিয়েছে। এরপর শীতলচন্দ্র চক্রবর্তীর 'ত্রিপুরা-ইতিহাসের মুখবন্ধ' প্রবন্ধটি স্থান পেয়েছে। ছয় বছর 'রবি' পত্রিকা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এই ছয় বছরে 'রবি' পত্রিকার ২৪টি সংখ্যায় ত্রিপুরা সংক্রান্ত ও ত্রিপুরা বহির্ভূত অসংখ্য লেখা প্রকাশিত হয়। তবে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ও গৌরবের বিষয় ছিল রবীন্দ্রনাথের রচনা এই পত্রিকায় প্রকাশ করা। 'ভাবের ঝুলি' নাম দিয়ে মূলত রবীন্দ্রনাথের রচনাই প্রকাশ করা হতো। যদিও 'ভাবের ঝুলি'তে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের গান, কবিতা ও অন্যান্য রচনা আগে অথবা পরে 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এই রচনাগুলি রবীন্দ্র রচনাবলী, গীতবিতান, ও অন্যান্য গ্রন্থেও সংকলিত হয়েছে। তবে 'রবি'র সঙ্গে অন্যান্য পত্রিকা ও গ্রন্থে প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনার অনেক ক্ষেত্রেই পাঠান্তর লক্ষ করা যায়।

'রবি'তে 'সাময়িক সাহিত্য' লিখতেন কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত ও বিবিধ প্রসঙ্গ লিখতেন সত্যরঞ্জন বসু। ত্রিপুরার ইতিহাস বিশেষভাবে আলোচিত হতো 'রবি'তে। কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত তখন 'রাজমালা' সম্পাদনাতেও ব্যস্ত ছিলেন। শীতল চন্দ্র চক্রবর্তী ত্রিপুরার ইতিহাস বিষয়ে তথ্যপূর্ণ আলোচনা করতেন 'রবি' পত্রিকায়। এছাড়া ঐতিহাসিক অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধির প্রবন্ধ 'রবি'কে সমৃদ্ধ করেছিল। ত্রিপুরার জাতীয় জীবনকে তুলে ধরাও 'রবি'র একটি অন্যতম

দিক ছিল। ত্রিপুরার বিভিন্ন ভাষাভাষি জনজাতির প্রচলিত রূপকথা, উপকথা, কাহিনি প্রকাশিত হতো। রাজপরিবারের দুই কুমারী গোলাপ দেবী ও নিরুপমা তাঁদের অন্দরের বৃদ্ধা সেবিকাদের কাছে গল্প শুনে সেগুলোকে প্রকাশ করতেন।

স্থানীয় মহিলা কবি অনঙ্গমোহিনী দেবীর অনেক কবিতা 'রবি'তে প্রকাশিত হয়েছিল। অজিতবন্ধু দেববর্মা, সতীশ চন্দ্র দেববর্মা, পরিমল কুমার ঘোষ, যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য, সতীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, প্রিয়ম্বদা দেবী প্রমুখের লেখা 'রবি'কে সমৃদ্ধ করেছিল। পরিমল কুমারের মাধ্যমে বুদ্ধদেব বসুর কবিতাও 'রবি'তে প্রকাশিত হয়। শুধু কবিতা, রূপকথা, উপকথা নয়; অনেক উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধও এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলোর মধ্যে মহারাজ কুমার নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্মার 'বাংলা ভাষার চারিযুগ' প্রবন্ধটি অত্যন্ত প্রশংসার দাবি রাখে। অন্যান্য বিশিষ্ট প্রবন্ধের মধ্যে যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর 'বাংলায় কার্পাস', ডাঃ শরৎচন্দ্র দত্তের 'নিদ্রা', দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্তের 'উত্তর পশ্চিম ও কাশ্মীরে', ব্রজেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'বাংলা পরিভাষা', যোগেশচন্দ্র দত্তের 'বর্ণাশ্রম ধর্ম' ভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তীর বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত নানা প্রবন্ধ 'রবি'র বিভিন্ন সংখ্যাকে ঋদ্ধ করেছিল। এছাড়াও কবি গোবিন্দ দাসের কবিতার ধারাবাহিক আলোচনা করেছিলেন হেমচন্দ্র চক্রবর্তী, 'ঋষিসঙ্গ বা ষড়দর্শন প্রবেশিকা' ধারাবাহিকভাবে লিখেছিলেন হেমন্তকুমার বসু। তাঁর 'অনন্তমূল' প্রবন্ধটিও বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। দীনেশচন্দ্র সেনের 'ময়মনসিংহ গীতাবলি'ও 'রবি'তে প্রকাশিত হয়েছিল। যোগেন্দ্রমোহন ঘোষের 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের আদি ব্যাস', বরদাচরণ চক্রবর্তীর 'সাধক জীবন' প্রভৃতি বহু প্রবন্ধ 'রবি'তে প্রকাশিত হয়।

'রবি' পত্রিকায় ছয় বছরে চব্বিশটি সংখ্যা প্রকাশের পর বন্ধ হয়ে যায়। 'রবি'র সেই স্বর্ণময় যুগের অবসান ঘটে। এর কারণ হিসেবে সত্যরঞ্জন বসু জানিয়েছেন,

> *"'রবি'র এই গৌরব অধ্যায়কে রক্ষা করা গেল না কেন, তাহার আলোচনায় এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, রাজদরবারে তখন হয়ত 'রবি' পরিচালনার রূপকে সহজভাবে গ্রহণ করার পক্ষে খুব বেশী সহায়ক ছিল না।" (রবি-নবপর্যায়, পৃষ্ঠা ৮)*

তবে দীর্ঘ তিরিশ বছর পর পুনরায় 'রবি' পত্রিকা প্রকাশের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু 'রবি-নবপর্যায়'ও তিনটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়ে পুনরায় বন্ধ হয়ে যায়। 'রবি নবপর্যায়'-এর প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় আশ্বিন ১৩৬৮ বঙ্গাব্দে। এর সম্পাদক ছিলেন ডঃ হিমাংশুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও তপনকুমার ভট্টাচার্য। এই সংখ্যাটিও সত্যরঞ্জন বসু, সুকুমার সেন, আশুতোষ ভট্টাচার্য, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমেন বসু, রাজ্যেশ্বর মিত্র, হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, নগরীমোহন পট্টনায়ক, মোহিত পুরকায়স্থ, রনেন্দ্রনাথ দেব, চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত প্রমুখ বিদগ্ধ লেখকের প্রবন্ধ এবং অন্নদাশঙ্কর রায়, অশোকবিজয় রাহা, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত প্রমুখ বিশিষ্ট কবির কবিতায় সমৃদ্ধ হয়েছিল। ত্রিপুরার সাহিত্যচর্চার অন্যতম ধারক ও বাহক হিসেবে 'কিশোর সাহিত্য সমাজ' ও 'রবি' পত্রিকার অবদান অত্যন্ত তাৎপর্য বলে মনে হয়। এই বিষয়ে গবেষকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলে ভবিষ্যতে ত্রিপুরায় বাংলা সাহিত্যচর্চার আরো অনেক দিক উন্মোচিত হতে পারে।

তথ্যসূত্র:

১। অলক রায় বর্মণ (সম্পা), 'নন্দিনী', ৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যা, ১৮ মার্চ, ১৯৭২, আগরতলা
২। অলক রায় বর্মণ (সম্পা), 'নন্দিনী', ২য় বর্ষ ৭ম ও ৮ম সংখ্যা, ১৮ মার্চ, ১৯৭২, আগরতলা
৩। নরেন্দ্রকিশোর দেববর্মা ও কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত (সম্পা) 'রবি' পত্রিকা (১ম ও ২য় সংখ্যা), আগরতলা
৪। নরেন্দ্রকিশোর দেববর্মা (সম্পা) 'রবি' পত্রিকা (৩য়— ৬ষ্ঠ সংখ্যা), আগরতলা

৫। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় 'রবীন্দ্রজীবনী'(২য় খণ্ড), ৫ম সংস্করণ, শ্রাবণ ১৪১৬ বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা-৬,

৬। মোহিত পুরকায়স্থ 'ত্রিপুরায় বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য', ১ম সংস্করণ, ১৯৫৮ ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, কলকাতা-৯,

৭। রমাপ্রসাদ দত্ত 'আগরতলায় রবীন্দ্র চর্চা', ১ম সংস্করণ, ২৫ মার্চ, ২০০৮, শতরূপা প্রকাশনী, ত্রিপুরা

৮। সলিলকৃষ্ণ দেববর্মা ও দুলাল রায় চৌধুরী (সম্পা), 'শারদীয় রবি'-১৩৭১, আগরতলা

৯। সলিলকৃষ্ণ দেববর্মা ও সুবিমল রায় (সম্পা), 'শারদীয় রবি'-১৩৭০, আগরতলা

১০। সুজয় রায় (সম্পা), 'নন্দিনী', ২য় বর্ষ, ৭ম ও ৮ম সংখ্যা, ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১, আগরতলা

১১। হিমাংশুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, তপন কুমার ভট্টাচার্য (সম্পা), 'রবি-নবপর্যায়',আশ্বিন, ১৩৬৮, আগরতলা